চুয়াডাঙ্গায় দুই দিনব্যাপী ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলার উদ্বোধন

উদ্ভাবনী জয়োল্লাসে স্মার্ট বাংলাদেশ এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে চুয়াডাঙ্গায় দুই দিনব্যাপী ডিজিটাল মেলার উদ্বোধন করা হয়েছে।
বুধবার (১৬ নভেম্বর) সকাল দশটার সময় চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসনের কার্যালয় হতে একটা বর্ণাঢ্য র্যালি বাহির হয়।

র্যালিটি শহরের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে আবার চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসন কার্যালয়ে এসে শেষ হয়। এরপর ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলার বিভিন্ন স্টল পরিদর্শন করেন চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের সংসদ সদস্য হাজী আলী আজগার টগর, চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম খান, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আরাফাত রহমানসহ আরো অন্যান্য কর্মকর্তাগণ। এ সময় শুরু হয় ডিসি সাহিত্য মঞ্চে ডিজিটাল মেলা উপলক্ষে এক আলোচনা সভা।

চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজের বাংলা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মুন্সি আবু সাইফের সঞ্চালনায় চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম খানের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা ২-আসনের সংসদ সদস্য হাজী আলী আজগার টগর।

এসময় প্রধান অতিথির বক্তব্যে সংসদ সদস্য হাজী আলী আজগার টগর বলেন,আমরা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যুগে বসবাস করছি। আমাদের জাতির পিতার সুযোগ্য কন্যার ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় মাত্র ১০ বছরের মধ্যে সব কিছুতেই প্রযুক্তিনির্ভর ডিজিটাল হয়ে উঠেছে বাংলাদেশ। প্রত্যেকের হাতে এখন অ্যানড্রয়েড মোবাইল। মানুষের চিন্তা-ভাবনা ও চাহিদার ধরনে ব্যাপক পরিবর্তন এনেছে ডিজিটাল কমিউনিকেশন। আমাদের বহুল ব্যবহৃত একটি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম হলো ফেসবুক। দেশে এখন ফেসবুকভিত্তিক বিভিন্ন ব্যবসা গড়ে উঠেছে। ডিজিটাল মার্কেটিং ব্যবস্থায় ঘরে বসে নিজের ইচ্ছামতো খুব সহজে জিনিসপত্র কেনাবেচা করা যায়।

এসময় তিনি আরও বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী

লীগ যখন ডিজিটাল বাংলাদেশ এর ইশতেহারে ঘোষণা করে তখন অনেকেই বিষয়টি নিয়ে উপহাস করেছে বলেছে, ‘ডিজিটাল বাংলাদেশ’ একটি আষাঢ়ে গল্প। তথাকথিত কিছু বুদ্ধিজীবী, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলসহ বেশ কিছু সংস্থা এই রূপকল্পের সমালোচনা করে বলেছিল আওয়ামী লীগ দিবাস্বপ্ন দেখছে এবং দেখাচ্ছে। কিন্তু তাদের সবার যুক্তি ও ধারণাকে ভুল প্রমাণ করে বিশ্ব মানচিত্রে তথ্য-প্রযুক্তিতে বাংলাদেশ আজ অনন্য বিপ্লব রচনা করেছে।

ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলায় উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশ সুপার আব্দুল্লাহ আল মামুন, চুয়াডাঙ্গা সিভিল সার্জন সাজাৎ হোসেন, চুয়াডাঙ্গা অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) আরাফাত রহমান, চুয়াডাঙ্গা জেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক রিয়াজুল ইসলাম জোয়ার্দ্দার টোটন, সাংগঠনিক সম্পাদক মুন্সি আব্দুল হান্নান সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে আগত কর্মকর্তা ও ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ। আগামীকাল বিকাল পাঁচটার সময় পুরস্কার বিতরণের মাধ্যমে দুই দিনব্যাপী ডিজিটাল মেলা সমাপ্ত হবে।

আওয়ামী লীগের আমলে গত ১৩ বছরে একটি মানুষও না খেয়ে মারা যায়নি- কৃষিমন্ত্রী

চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনা থানার বেগমপুর ইউনিয়নের রাঙ্গিয়ার পোতা গ্রামে আনার বাগান পরিদর্শন করেন কৃষিমন্ত্রী ড. আব্দুর রাজ্জাক এ সময় তিনি বলেন আমাদের দেশেই এখন সব রকম চাষ করা সম্ভব তাই কৃষিখাতকে আমরা ঢেলে সাজ্জাছি। আনার বাগান পরিদর্শন শেষে দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা থানার পারকৃষ্ণপুর মদনা ইউনিয়নের হৈবৎপুর গ্রামে মুক্তিযোদ্ধা স্মৃতি সংগ্রহ শালা ও নবান্নে ধান কর্তন অনুষ্ঠানরের শুভ উদ্ধোধন করেন কৃষিমন্ত্রী ড.আব্দু রাজ্জাক।

আজ মঙ্গলবার (১৫ নভেম্বর) দুপুর ১২ টার দিকে হৈবৎপুর গ্রামে এ

শুভ উদ্ধোধন করা হয়।

চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক আমিনুল ইসলাম খানের সভাপতিত্বে ,প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে বক্তব্যে রাখেন বাংলাদেশ সরকারের কৃষিমন্ত্রী ড. আব্দুর রাজ্জাক।

তিনি বলেন, মুক্তিযোদ্ধার চেতনায় এগিয়ে চলছে বাংলাদেশ, বৈশ্বিক পরিস্হিতি – মোকাবেলায় সকল আবাদী অনাবাদী পতিত জমি চাষের আওতায় আনতে হবে। বাংলাদেশ কৃষি প্রধান দেশ,বাংলাদেশে কোন খাদ্যের ঘাটতি হবে না, বর্তমান বিশ্বে মহামারী ও দূভিক্ষ দেখা দিলেও বাংলাদেশে কোন ঘাটতি হবে না। আমরা সব সময় জনগনের পাশে আছি এবং থাকবো। এ সরকার মুক্তিযোদ্ধাদের যত রকম সুযোগ সুবিধা আছে সব রকম আমরা দিয়ে আসছি। আমরা আগামী দিনে সরকার গঠন করে দেশকে আরও একধাপ এগিয়ে নিতে চাই। তাই আগামীতে জননেত্রী ও প্রধানমন্ত্রীর হাতকে শক্তিশালী করতে শেখ হাসিনার কোন বিকল্প নেই।

তিনি আরও বলেন বিএনপি ক্ষমতায় থাকার সময় ২০০১ থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত দেশের উত্তরাঞ্চলে আশ্বিন-কার্তিক মাসে প্রতিদিন দুই থেকে পাঁচজন মানুষ না খেয়ে মারা গেছে। আওয়ামী লীগের আমলে গত ১৩ বছরে একটি মানুষও না খেয়ে মারা যায়নি। বাণিজ্যিক কৃষিব্যবস্থা গড়তে কাজ করছে সরকার।

সরকার আধুনিক ও বাণিজ্যিক কৃষিব্যবস্থা তৈরি করতে গুরুত্ব দিয়ে কাজ করছে জানিয়ে কৃষিমন্ত্রী ড. আবদুর রাজ্জাক বলেছেন, কৃষিতে অভূতপূর্ব উন্নয়ন হয়েছে। পরিত্যক্ত জমিগুলোকে কৃষির আওতায় আনার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এ জন্য সরকার থেকে নানা রকম সহযোগিতা দেয়া হয়েছে।

এ সময় ড. আবদুর রাজ্জাক আরও বলেন, কৃষি যদি লাভজনক না হয় কেউ চাষ করবে না। আমরা চেষ্টা করছি, লাভজনক কৃষিব্যবস্থা গড়তে। যাতে কৃষক নিজের প্রয়োজন মেটানোর পাশাপাশি অর্জিত অর্থ দিয়ে জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন করতে পারে।সে লক্ষে সরকার সারাদেশ ব্যাপি কাজ চালাচ্ছে। দর্শনা পারকৃষ্ণপুর মদনা ইউনিয়নের হৈবৎপুর গ্রামে মুক্তিযোদ্ধা স্মৃতি সংগ্রহ শালা ও নবান্নে ধান কর্তন অনুষ্ঠানে কৃষিমন্ত্রী আব্দুর রাজ্জাক এসব কথা বলেন।

বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা ২ আসনের সংসদ সদস্য হাজী মোঃ আলী আজগার টগর, বাংলাদেশ কৃষিমন্ত্রলয়ের সচিব সায়েদুল

ইসলাম, চুয়াডাঙ্গা জেলা আ.লীগের সাধারন সম্পাদক বীর মুক্তিযোদ্ধা আজাদুল ইসলাম আজাদ, দামুড়হুদা উপজেলা আ.লীগের সভাপতি ও নব নির্বাচিত জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মাহফুজুর রহমান মনজু, চুয়াডাঙ্গা জেলার পুলিশ সুপার আব্দুল্লাহ আল মামুন ।

এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা চেয়ারম্যান ও দর্শনা পৌর আ.লীগের সাধারন সম্পাদক আলী মুনছুর বাবু,দামুড়হুদা উপজেলা আ.লীগের সাধারন সম্পাদক শহিদুল ইসলাম জীবননগর উপজেলার চেয়ারম্যান হাফিজুর রহমান হাফিজ,অনুষ্টানটি সার্বিক উপস্হাপনা করেন পারকৃষ্ণপুর মদনা ইউনিয়নের চেয়ারম্যান এস এম জাকারিয়া আলম।

দামুড়হুদা উপজেলা আইন শৃংখলা কমিটির মাসিক সভা অনুষ্ঠিত

দামুড়হুদা উপজেলা আইন শৃংখলা, চোরাচালান, মানব পাচার, সন্ত্রাস-নাশকতা, নারী নির্যাতন প্রতিরোধ, কমিটির মাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল সোমবার বেলা ১১টার দিকে দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদের সম্মেলন কক্ষে সভাটি অনুষ্ঠিত হয়।

দামুড়হুদা উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে সভায় সভাপতিত্ব করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সানজিদা বেগম। সভায় বক্তব্য রাখেন দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আলী মুনছুর বাবু, উপজেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক হাজী সহিদুল ইসলাম, দামুড়হুদার দর্শনা সরকারি কলেজের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ আব্দুল গফুর, দামুড়হুদা মডেল থাানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওসি ফেরদৌস ওয়াহিদ, দর্শনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওসি লুৎফুল কবীর, দামুড়হুদা প্রেসক্লাব সভাপতি এম নুরুন্নবী।

এসময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান সাহিদা খাতুন, দামুড়হুদা পাইলট গার্লস স্কুল এন্ড কলেজের অধ্যক্ষ, দামুড়হুদা সদর ইউপি চেয়ারম্যান হযরত আলী, কার্পাসডাঙ্গা ইউপি চেয়ারম্যান আব্দুল করিম, নতিপোতা ইউপি চেয়ারম্যান ইয়ামিন আলী, কুড়ুলগাছি ইউপি চেয়ারম্যান কামাল উদ্দীন, উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা

হোসনে জাহান ববি, উপজেলা আনসার ভিডিপির কর্মকর্তা রাফেজা খাতুন, দামুড়হুদা মডেল সরকারি প্রাইমারি স্কুলের প্রধান শিক্ষক কুতুব উদ্দীন।

দামুড়হুদা প্রেসক্লাব সভাপতি এম নুরুন্নবী বলেন, উপজেলার আইন শৃংখলা পরিস্থিতি মোটামুটি ভালো তবে দুঃখজনক হলেও সত্য সরকার সম্প্রতি সময়ে দামুড়হুদার সুবলপুর থেকে ১১কিলোমিটার ভেরব নদ খননের টেন্ডার দেন। ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান ভেরব নদ খনন কাজ শেষ করেন। খননের দুপাড়ের মাটি প্রকাশ্যে বিভিন্ন ইটের ভাটা ও মাটি ব্যবসায়ীদের কাছে বিক্রি করে আসছে। ইতোমধ্যে কিছু কিছু স্থানে ভৈরব নদের পাড়ের মাটি উধাও হয়ে গেছে। যা সরকারের গাছ লাগানো ও মাটি ডেসিং করা টেন্ডারের কাজ ব্যাহত হবে বলে এলাকাবাসি মনে করছেন।

ইতোমধ্যে ভৈরব নদের মাটি অপসরণ রোধে দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও ওসি দামুড়হুদা কে চিঠি দিয়েছেন বলে পানি উন্নয়ন বোর্ডের মাধ্যমে জানতে পেরেছি। তার পরও কোন অদৃশ্য শক্তির বলে ভৈরব নদের মাটি হরিলুট হচ্ছে তা আমার অজানা!!

আলমডাঙ্গায় ডিজিটাল মেলার উদ্বোধন

উদ্ভাবনী জয়োল্লাসে স্মার্ট বাংলাদেশ এ প্রতিপাদ্যে দিন ব্যাপী আলমডাঙ্গা উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলা ২০২২ উদ্বোধন করা হয়েছে।

গতকাল সোমবার সকাল ১০ টায় উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা মঞ্চে অনুষ্ঠিত হয়। ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলায় আলোচনা সভা, সাংস্কৃতিক ও পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

উদ্বোধনী ডিজিটাল মেলায় উপজেলা নির্বাহী অফিসার রনি আলম নুরের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আলমডাঙ্গা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আয়ুব হোসেন।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান সালমুন আহম্মেদ ডন, উপজেলা সহকারী কমিশনার ভুমি রেজওয়ানা নাহিদ, উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা হাদি জিয়াউদ্দিন আহমেদ, আলমডাঙ্গা উপজেলা আওয়ামীলিগের সাধারণ সম্পাদক ইয়াকুব আলী মাস্টার, সরকারি ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষ আব্দুল্লাহ আল মামুন, থানার অফিসার ইনচার্জ পরিদর্শক ওসি সাইফুল ইসলাম, বীর মুক্তিযোদ্ধা মঈনুদ্দিন, বীরমুক্তিযোদ্ধা জকু, মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা কামরুন্নাহার আঁখি, মৎস্য সম্প্রসারণ কর্মকর্তা শাহিনা আক্তার, প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা আব্দুল্লাহীল কাফি প্রমূখ।

দামুড়হুদায় শীতের আগাম প্রস্তুতি! উপজেলায় তেপ-তোষকের দোকানে ভিড়

শীত নিরাময় করতে উপজেলার বিভিন্ন স্থানের বাসিন্দারা আগাম প্রস্তুতি নিচ্ছেন। এ প্রস্তুতি নিতে উপজেলার লেপ-তোষকের দোকান গুলোতে ভীড় জমতে লক্ষ্য করা গেছে। ভীড়কে কেন্দ্র করে ব্যস্ত সময় পার করতে দেখা গেছে কারিগর সহ দোকান মালিকদেরকে।

দামুড়হুদা,উপজেলার প্রায় সকল লেপ- তোষকের দোকানে ক্রেতাদের উপস্থিতি থাকতে দেখা গেছে কমবেশি।কেউ যাচ্ছে ওর্ডার দিতে, আবার কেউ যাচ্ছেন নিদিষ্ট একাটা মাপ দিয়ে কেমন মজুরি পড়বে জানতে।অবশ্য এবছরে অনান্য মালামালের সাথে সাথে বেড়েছে লেপ তোষক তৈরির ব্যবহারের পন্য সামগ্রি।সেজন্য লেপের কাপড়, ফোম, মজুরির দামটাও একটু বেশি বলে বিক্রতা সহ ক্রেতাদের দাবি।

উপজেলার হাউলী ইউনিয়নের জয়রামপুর কাঁঠাল তলা বাজারের লেপ ব্যবসায়ী আলী আজগার জানান, আমি প্রায় ২০ বছর ধরে
এ পেশায় নিয়োজিত। এবার শীতে দোকানে প্রচুর পরিমাণে মানুষের ভিড় হচ্ছে, কিন্তু দাম একটু বেশি হাওয়ায় কাস্টমার ফিরে যাচ্ছে। গত বারের তুলনায় এবার মালা মালের দাম বেশি,যে তুলা কিনতাম ১২০ টাকা কেজি সেই তুলা কিনতে হচ্ছে ২০০ টাকা কেজি,আর যে কাপড়

কিনতাম ৩০ টাকা গজ, এখন কিনতে হচ্ছে ৬০ টাকা গজ,সুকলা কিনতাম ২০ কেজির ব্যাল্ট ৪০০ টাকা এখন কিনতে হচ্ছে ৭০০ টাকায়।

তিনি আরো বলেন, কারিগরদের আগে লেপ প্রতি হাজিরা দিতে হতো ২০০ থেকে ২৫০ টাকা, এবছরে দিতে হচ্ছে ৩০০ থেকে ৩৫০ টাকা।

কারিগর করিম হোসেন বলেন, আমি ১০ রকমের লেপ তোষক তৈরি করতে পারি। সিঙ্গেল লেপ বিক্রি করছি সর্বনিম্ন ১০০০ থেকে ১৫০০ টাকা, ডাবল লেপ ১৫০০/৩০০০ টাকা। কিন্তু জিনিসের দাম একটু বেশি হাওয়ায় গতবারের তুলনায় এবার একটু বেচাকেনা কম হচ্ছে।

জয়রামপুর গ্রামের ডালিম হোসেন বলেন, আমি তিন টা লেপ তোষক অর্ডার দেওয়ার জন্য দোকানে গিয়ে ছিলাম কিন্তু এবারে দাম অনেক বেশি বলছে, দোকানদার বলছে আমরা কি করিবো যেমন দামে জিনিস পত্র কিনছি তেমন দামে বিক্রি করছি। তিনি আরো বলেন গত বছরে যে তোষক কিনে ছিলাম ১.৫০০ টাকায় এবার কিনতে হচ্ছে ২.৫০০ থেকে ৩.০০০ টাকায়।

দর্শনায় ৩ শ বোতল ফেনসিডিলসহ মাদক ব্যাবসায়ী রানা গ্রেফতার

মাদকে সয়লাব দর্শনাঞ্চল, এ সংবাদ প্রকাশের জেরে মাদক ব্যাবসায়ীদের দৌরাত্ব ঠেকাতে দৌড়ঝাপ শুরু করেছেন দর্শনা থানা পুলিশ। মাদক বিরোধী অভিযানে মাঠে নেমেই পেয়েছেন সফলতা।

অভিযানে মাদক পাচারকালে মাদক ব্যাবসায়ীর মোটরসাইকেলের বস্তায় মিললো ৩ শত বোতল ফেনসিডিল। সেই সাথে মাদক উদ্ধারের সাথে মাদক পাচারকাজে ব্যাবহৃত একটি মোটরসাইকেল জব্দ সহ গ্রেফতার করা হয়েছে মাসুদুর রহমান ওরফে রানা নামের এক মাদক ব্যাবসায়ীকে।

দর্শনা-হিজলগাড়ি সড়কে অভিযান চালিয়ে মাদক ও মোটরসাইকেল সহ গ্রেফতার করা হয় তাকে।

গতকাল শনিবার সকাল সাড়ে ৬টার দিকে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে দর্শনা

থানার অফিসার ইনচার্জ এ,এইচ,এম লুৎফুল কবীরের নেতৃত্বে থানার এস,আই নীতিষ বিশ্বাস, এস,আই সুমন্ত বিশ্বাস, এস,আই সোহেল রানা, এ,এস,আই বশির আহম্মেদ, এ,এস,আই মামুনুর রহমান ও সঙ্গীয় ফোর্সসহ মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনা করেন দর্শনা থানাধীন দর্শনা- হিজলগাড়ী সড়কের দক্ষিন চাঁদপুর কবরস্থানের সামনে পাকা রাস্তার উপর।

এসময় দর্শনা হতে হিজলগাড়ি অভিমুখগামী একটি মোটরসাইকেলের পথ গতিরোধ করেন। পরে গতিরোধকৃত মোটরসাকেলের চালকের দখলে থাকা একটি বস্তার মধ্যে থেকে ৩০০ বোতল ফেন্সিডিল উদ্ধার করেন পুলিশ।

এসময় পুলিশ মোটরসাইকেলসহ মাদক ব্যাবসায়ী মাসুদুর রহমান ওরফে রানা (২৭) নামের এক মাদক ব্যাবসায়ীকে গ্রেফতার করেন। গ্রেফতারকৃত মাদক ব্যাবসায়ী দর্শনা দক্ষিন চাঁদপুর গ্রামের মাঝপাড়ার ফজল ইসলাম ও রীনা খাতুন দম্পতির ছেলে। গ্রেফতারকৃত আসামীর বিরুদ্ধে দর্শনা থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা রুজু করা হয়েছে।

দর্শনায় ট্রেনের যাত্রাবিরতি ও আসন বরাদ্দসহ ৬ দফা দাবীতে গণসমাবেশ

দর্শনা হল্ট রেলস্টেশনে সুন্দরবন এক্সপ্রেসের আপ ও চিত্রা এক্সপ্রেসের ডাউন ট্রেনের যাত্রাবিরতি এবং ঢাকা-কলকাতা মৈত্রীএক্সপ্রেসের উভয়মুখী ট্রেনে দর্শনা আন্তর্জাতিক রেলস্টেশনে আসন বরাদ্দসহ ৬ দফা দাবী আদায়ের লক্ষ্যে গণসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

“দর্শনার জন্য আমরা” ও “দর্শনা প্রেসক্লাব” র যৌথ উদ্যোগে গতকাল বেলা ৩ টায় দর্শনা আন্তর্জাতিক রেলওয়ে ষ্টেশন সংলগ্ন ফুলতলা চত্বরে এ গণসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

“দর্শনার জন্য আমরা” সংগঠনের আহ্বায়ক আনোয়ারুল ইসলাম বাবু’র

সভাপতিত্বে উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন বীর মুক্তিযোদ্ধা জাহাঙ্গীর আলম, কেরু চিনিকলের অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা খালেকুজ্জামান, “দর্শনার জন্য আমরা” সংগঠনের অন্যতম সদস্য রবিউল আলম বাবু, দর্শনা থানা প্রেসক্লাবের সভাপতি নুরুল আলম বাকু, দর্শনা প্রেসক্লাবের সভাপতি আওয়াল হোসেন, দর্শনা গণউন্নয়ন গ্রন্থাগারের পরিচালক আবু সুফিয়ান, দর্শনা রিকশা-ভ্যান শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি মোঃ হবা জোয়ার্দ্দার, সাবেক ছাত্রনেতা ইমরুল কাইয়ুম প্রমুখ।

এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন, ওয়েভ ফাউন্ডেশন, সাম্প্রতিক সাংস্কৃতিক সংগঠন, দর্শনা আইডিয়াল স্কুল এ্যান্ড কলেজ, দর্শনা রিক্সা-শ্রমিক ইউনিয়ন, আমরা জীবননগরবাসী এবং বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের অসংখ্য নেতাকর্মীসহ নানা শ্রেণী-পেশার কয়েক হাজার মানুষ।

দামুড়হুদা গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্টের প্রস্তুতিমূলক সভা অনুষ্ঠিত

দামুড়হুদা গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্টের প্রস্তুতিমূলক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল শনিবার বিকেল ৫টার দিকে দামুড়হুদা শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম মাঠে প্রস্তুতিমূলক সভাটি অনুষ্ঠিত হয়।

দামুড়হুদা উপজেলা ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদক এম নুরুন্নবীর সভাপতিত্বে সভায় উপস্থিত ছিলেন ক্রীড়া সংগঠক ইউসুফ আলী, ক্রীড়া শিক্ষক সৈয়দ মাসুদুর রহমান, সাবেক মেম্বার ইকরামুল হোসেন, ক্রীড়া সংগঠন নুরুল ইসলাম, ইকরামুল হক, শিক্ষক আব্দুর রাজ্জাক, নুর কুতুব উল আলম, মিজানুর রহমান, আওয়ামী লীগ নেতা ইমতিয়াজ হোসেন, বাসস্ট্যান্ড বাজার কমিটির সভাপতি মাকসুদুর রহমান রতন, সাধারণ সম্পাদক সাদেক আলী বিশ্বাস পাখি, নতিপোতা ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক শিক্ষক মোমিনুল হক, জুড়ানপুর ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক আবু তালেব, শিক্ষক ফারুক হোসেন, রাজ হোসেন, জান মোহাম্মদ, আমিনুল ইসলাম, জামিরুল ইসলাম, সহিদ আজম

সদু, তুষার, তামিম, আরশেদ আলী, বিজয় তন্ময় সরকার প্রমুখ।

প্রস্তুতিমূলক সভা শেষে দামুড়হুদা উপজেলা ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদক এম নুরুন্নবী কে আহ্বায়ক করে ৫১সদস্য বিশিষ্ট টুর্নামেন্ট পরিচালনা কমিটি গঠন করা হয়।

চুয়াডাঙ্গায় ট্রাক চাপাই যুবক নিহত

চুয়াডাঙ্গা শহরের রেলবাজারে ট্রাক চাপাই রেজোয়ান মালিক নামের এক যুবক নিহত হয়েছে। চুয়াডাঙ্গা শহরের রেলবাজারে বিকাল চারটার সময় চুয়াডাঙ্গা রেল গেট সংলগ্ন এই দুর্ঘটনা ঘটে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, চুয়াডাঙ্গা শহরের পুরাতন স্টেডিয়াম পাড়ার সালাউদ্দিন মালিকের ছেলে রেজোয়ান মালিক পলিটেকনিক স্কুলে পড়ত। ঘটনার সময় ব্যাটারিচালিত মোটরসাইকেল নিয়ে রেজোয়ান বাড়ি থেকে বের হয়। রেলবাজারে পৌছালে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি ট্রাক তাকে চাপা দেয়। ট্রাকটি তার মাথার উপর দিয়ে চলে যায়।ট্রাক মাথার উপর দিয়ে যাওয়ার কারণে তারা দেহ ও মাথা আলাদা হয়ে যায়। এতে ঘটনাস্থলে রেজোয়ান মারা যান।

চুয়াডাঙ্গা সদর থানার অফিসার ইনচার্জ মাহবুবুর রহমান জানান, চালকসহ ট্রাকটিকে আটক করা হয়েছে। নিহতের মরদেহ উদ্ধার করে সদর হাসপাতাল মর্গে নেয়া হয়েছে।

মাদকে সয়লাব দর্শনাঞ্চল ২৯৫টি

মামলার মধ্যে ১৬৫টি মাদকের, গ্রেফতার-৭৫৭

চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা থানার এলাকার বিভিন্ন স্থানে মাদকের ছড়াছড়ি। হাত বাড়ালেই মিলছে মাদক। শহর কিংবা গ্রাম সবখানেই রয়েছে মাদক। দর্শনা থানায় ২৯৫ টি বিভিন্ন মামলার মধ্যে ১৫৬ টি মাদকের মামলা। সেখানে মাদকসহ অন্যান্য মামলায় গ্রেফতার হয়েছে ৭৫৭ জন।

গত ১ বছর ৩ মাসে দর্শনা সহ-থানা এলাকায় ব্যাপক হারে মাদক সেবন ও মাদক ব্যবসা চলছে দেদারছে বেড়ে গেছে। এ মামলায় গ্রেফতারের সংখ্যা এ পর্যন্ত ৭৫৭ জন। এ সংক্রান্ত অভিযানে ব্যাবসায়ী গ্রেফতারের পাশিপাশি উদ্ধার করা হয়েছে ভারতীয় ফেনসিডিল ২ হাজার ৪ শত ৫৫ বোতল, ইয়াবা ১হাজার ৩ শত ৭৫ পিচ, বিদেশী মদ ৩৯ বোতল, চুলাই মদ ৬৭টি লিটার, টেপেন্ডাল ট্যাবলেট ৫ হাজার ৭ শত ৯৬ পিচ, গাঁজা ৫৯ কেজি গাঁজা, ৪টি গাজার গাছ, বিদেশী সিগারেট ১ হাজার ৮শত ৭০ প্যাকেট। এ সকল মাদকদৃশ্য বলে দেয় দর্শনা থানা এলাকা মাদকে সয়লাভ।

এছাড়া বিভিন্ন স্থানে বসছে মাদকের আড্ডা। দর্শনা মদনা গ্রামের টাওয়ারের পাশে দোকানের পিছনে প্রতিনিয়ত চলছে মাদকের আড্ডা, পরাণপুর স্কুল মাঠে সন্ধায় চলছে গাঁজা সেবন, দর্শনা রেলগেট সংলগ্ন এলাকায় প্রতিদিন বিকালে ইয়বা ও ফেন্সিডিল বিক্রী, দর্শনা হল্ট ষ্টেশনের উভয় পাশে মাদক ব্যবসা চলছে দেদারছে। এছাড়া দর্শনার আকন্দবাড়িয়া রামনগর, জয়নগর, ঈশ্বরচন্দ্রপুর, আজমপুর ও শ্যামপুর গ্রামসহ থানাধীন বিভিন্ন স্থানে মাদক সেবন যেন ওপেন সিকরেট। দর্শনায় রয়েছে বৃহত্তম চিনিশিল্প, রয়েছে রেলওয়ে শুল্ক ষ্টেশন ও আন্তর্জাতিক চেকপোস্ট। এ উপজেলার বিভিন্ন সীমান্ত কোলঘেঁষা এলাকা দর্শনা।

এই দর্শনায় হাত বাড়ালেই পাওয়া যাচ্ছে মরন নেশা ইয়াবা, ফেনসিডিল, গাঁজাসহ বিভিন্ন ধরনের নেশাজাত দ্রব্য। এসব সেবন করছে উঠতি বয়েসের যুবকরা ও স্কুল কলেজ পড়ুয়া ছেলারাসহ বিভিন্ন শ্রেনী পেশার মানুষ। প্রতিদিন দেখা যাচ্ছে চুয়াডাঙ্গা জেলাসহ বিভিন্ন এলাকা থেকে প্রাইভেটকার ও মটরসাইকেলসহ বিভিন্ন ধরনের যানবাহন যোগে দর্শনা ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় আগমন করতে। ফলে দর্শনা পৌরসভাসহ

সীমান্ত এলাকার বিভিন্ন গ্রামে গিয়ে দেখা যায় মরন নেশা মাদক সেবন করা। পুলিশ প্রশাসন দুই একটা ছোট মাদক ব্যাবসায়ীকে আটক করলেও ধরা ছোঁয়ার বাইরে রয়েছে মাদকের শীর্ষ গডফাদারা।

প্রশাসন এখনই লাগাম টেনে না ধরলে ভয়াল মাদকের ছোবলে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম নিঃশেষ হয়ে যাবে। উলেখ্য, চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার বিরাট অংশ ভারতীয় সীমান্ত সংলগ্ন হওয়ায় এখানে মাদকদ্রব্য শুধু সহজলভ্যই নয় বরং এখান থেকে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পাচার হয়ে থাকে মরন নেশা মাদক। বর্তমানে দর্শনায় প্রতিটি গ্রামে ছেঁয়ে গেছে মরণ নেশা মাদক। যেটা নীরবে ধ্বংস করে দেয় একটি মানুষ, একটি পরিবার আর একটি জাতিকে। ফলে খুব সহজেই মাদক পাওয়ার কারণে আমাদের তরুণ প্রজন্ম মাদকের ওপর ঝুঁকে পড়ছে। মাদকের ভয়াল থাবায় ধ্বংসের অতল গহ্বরে হারিয়ে যাচ্ছে আমাদের যুবসমাজ। দেশের জনসংখ্যার সবচেয়ে বড় একটি অংশ রয়েছে তরুণ প্রজন্ম। তরুণরা একটি দেশের ভবিষ্যৎ স্বপ্নদ্রষ্ট।

তাদের মধ্যে যে শক্তি, সাহস আর উদ্দীপনা রয়েছে, সেটা যদি দেশের কল্যাণে কাজে না লেগে ব্যাহৃত হচ্ছে দেশের তরুণ্য শক্তি। যে তরুণরাই আগামীর বাংলাদেশের কান্ডারি হবে। তরা বেকারত্বের জ্বালাযন্ত্রনা আর কষ্টে ঝুঁকে মাদক সেবণের প্রতি।
আমাদের কবি-সাহিত্যিকেরা বলেছেন বিগত দিনে তরুণ্যরই সর্বক্ষেত্রে জয়গান গেয়েছেন। আগামীর সুন্দর বাংলাদেশ গড়ার জন্য শপথ নিতে দেশ ও সমাজকে এগিয়ে নেবে এবং পাশাপাশি দেশটাকে সুন্দর করতে স্বার্থকভাবে চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করার মানসিকতা অন্তরে ধারণ করতে হবে। সেখানে মাদকের ছোবলে নিজেরাই ধংস হচ্ছে। মাদক সেবনের পরিমাণ সবচেয়ে বেশি পরিলক্ষিত হয় কিশোর থেকে ৪৫ বছরের বয়সীদের মধ্যে। মাদকসেবীর মধ্যে ৮০ শতাংশই তরুণ আবার ৪০ শতাংশ হলো বেকার। ফলে এ সব মাদকসেবীদের মধ্যে ৫০ শতাংশ বিভিন্ন অপরাধের সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়ছে। মাদকের ছোবলে এদের কোমল হাত রূপান্তরিত হচ্ছে খুনির হাতে।

আপনারা নিশ্চয়ই ভুলে যাননি ইংলিশ মিডিয়ামে পড়ুয়া শিক্ষার্থী ঐশীর কথা! যার হাতে খুন হতে হয়েছিল তার পিতা পুলিশ কর্মকর্তা মাহফুজুর রহমান ও তার মা স্বপ্না রহমান। তাদের দোষ ছিলো তারা তাদের মেয়েকে মাদকাশক্তি থেকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেছিল। সারাদেশে খোঁজ করলে আপনি দেখতে পাবেন এমন শতশত ঐশীকে। যারা নিত্যদিন মাদকাসক্ত হয়ে খুন করছে মাতাপিতা কিংবা পরিবারের অন্য কোন সদস্য এবং ভেঙ্গে ফেলছে পরিবারের সুন্দর স্বপ্নকে। বর্তমান সামাজিক

প্রেক্ষাপটে আমাদের তরুণদের সকল শক্তি, সাহস আর উদ্দীপনা হারিয়ে যাচ্ছে মাদকের ভয়াল গ্রাসে। দিনদিন এই মাদকের সম্প্রসারণ বেড়েই চলছে।

এখন প্রশ্ন উঠেছে, মাদক কোথায় নিয়ে যাচ্ছে আমাদের যুবসমাজকে? আর এর পরিণতিই বা কী হবে? কিংবা এর থেকে উত্তরণের উপায় কী? এমন নানা প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে আমাদের মনে। এই মাদকের রাজ্যে প্রবেশ করার প্রথম সদর দরজা হলো ধূমপান বা তামাক গ্রহণ। যেটা আজ শহরাঞ্চল কিংবা গ্রামাঞ্চলে সবজায়গায় বিদ্যমান। এমনকি আমাদের আগামীর স্বপ্ন যারা, সেই শিক্ষার্থীদের অনেকেই এটাকে মনে করে স্মার্ট হওয়ার মানদন্ড।

সুতরাং আর বুঝতে বাকি নেই, মাদক এই জাতিকে কোন পর্যায়ে নিয়ে দাঁড় করিয়েছে। মাদকাসক্তির পিছনে কাজ করে তিনটি কারণ। জৈবিক, ব্যক্তিভিত্তিক এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থা। আর এই পারিপার্শ্বিক অবস্থাই মুখ্য ভূমিকা পালন করে। বন্ধু-বান্ধবের খারাপ প্রভাব, ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষার অভাব, নতুন অভিজ্ঞতা গ্রহণের ইচ্ছা, অবসর সময় কাটানোর কোনো ভালো মাধ্যম না থাকা, বেকারত্বের হতাশা ও ক্ষোভ, মূল্যবোধের অভাব, মাদকের ভয়াবহতা না জানা, মাদকের সহজল্যভতা, খারাপ দৃষ্টিভঙ্গি এবং সহজেই আনন্দ পাওয়ার ও যৌনশক্তি বৃদ্ধির ইচ্ছা। পারিবারিক কলহও মাদকাসক্তির অন্যতম কারণ।

মাদকাসক্তির ফলে আমাদের শারীরিক, সামাজিক, মানসিক, আর্থিক ও আধ্যাত্মিক ক্ষতিসাধন হয়। আমাদের শরীরের বিভিন্ন অঙ্গপ্রতঙ্গ অকেজো ও দূর্বল হয়ে পড়ে। মাদক এমন একটি জিনিস যেটা একজন মানুষকে জীবনকে তার স্বাভাবিক জীবন থেকে সম্পূর্ণভাবে দূরে সরিয়ে নেয়। তার পরেও থেমে নেই মাদকের কারবার।

চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলা সীমান্তবর্তী হওয়ায় বিভিন্ন সীমান্ত দিয়ে দেশে ধেয়ে আসছে মাদক। যার ফলে মাদকে ভাসছে উপজেলার সীমান্তবর্তী দর্শনা। দর্শনা থানায় গত ১ বছর ৩ মাসে মোট ২৯৫টি মামলার মধ্যে ১৫৬ টি মামলায় মাদকের।

এ মামলায় গ্রেফতারের সংখ্যা এ পর্যন্ত ৭৫৭ জন। এ সংক্রান্ত অভিযানে ব্যাবসায়ী গ্রেফতারের পাশিপাশি উদ্ধার করা হয়েছে ভারতীয় ফেনসিডিল ২হাজার ৪ শত ৫৫ বোতল, ইয়াবা ১হাজার ৩শত ৭৫ পিচ, মদ ৬৭টি লিটার, টেপেন্ডাল ট্যাবলেট ৫ হাজার ৭শত ৯৬ পিচ, গাঁজা ৫৯

কেজি গাঁজা, ৪টি গাজার গাছ, বিদেশী সিগারেট ১ হাজার ৮শত ৭০ প্যাকেট। এ সকল মাদকদ্রব্য আটকের দৃশ্য দেখে বুঝতে বাকি থাকে না যে,দর্শনা মাদক কতটা ভয়ংকর রুপ নিয়ে বিস্তর লাভ করেছে। তাই মাদকের সয়লাবের লাগাম টেনে ধরা না হলে মাদক সেবনের ফলে ধব্বংশ হয়ে যাবে যুবসমাজ। মাদকের এ ভয়াল আগ্রাসনের সয়লাব ঠেকাতে প্রশাসনের জোরালো ভুমিকা রাখার জোর দাবী জানিয়েছে এলাকার সচেতন মহল।